যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ - সংখ্যা চৌদ্দ

সপ্তম সিলমোহর

Jeff Pippenger
2023-11-11

প্রকাশিত বাক্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তৃতীয় স্বর্গে লুসিফারের সাথে শুরু হওয়া দেবদূতদের পরীক্ষাকালীন যুদ্ধটি মানব ও দেবদূতদের পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের একটি নিদর্শন, যা প্রথম স্বর্গে গিয়ে শেষ হয়। যখন শয়তান ও তার দেবদূতেরা তৃতীয় স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, তখন শয়তান এডেনের উদ্যানে নতুন এক যুদ্ধমঞ্চ সৃষ্টি করল। তৃতীয় স্বর্গে লুসিফারের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার মতোই ঈশ্বর মানবজাতির জন্যও একটি পরীক্ষাকাল নির্ধারণ করেছিলেন। আসন্ন রবিবার আইন কার্যকর হলে যে প্রথম স্বর্গের যুদ্ধটি পুরোদমে শুরু হবে, তা মানবজাতির পরীক্ষাকালের সমাপ্তি নির্দেশ করে।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের বারো ও তেরো অধ্যায়ে ড্রাগন, জন্তু এবং মিথ্যা নবীর চিত্রায়ন রয়েছে। প্রচলিতভাবে, এই তিন শক্তিকে সাধারণত তাদের অতীত ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে বোঝা হয়; কিন্তু যোহনকে ‘যা হবে’ তা লিখতে বলা হয়েছিল, এবং সমগ্র প্রকাশিত বাক্যই ‘শেষ দিনসমূহ’ সম্পর্কে কথা বলে। অতএব আমরা বাইবেলীয় সেই নীতি প্রয়োগ করছি যে শেষটি শুরু দ্বারা চিত্রিত হয়, এবং প্রকাশিত বাক্যের প্রতীকগুলোকে অতীত নয়, বর্তমান সত্য হিসেবে প্রয়োগ করছি।

তৃতীয় স্বর্গে সে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং এদেনের উদ্যানে মানুষের ওপর যে প্রথম যুদ্ধ সে এনেছিল—উভয় ক্ষেত্রেই, তার যুদ্ধসাধনের উদ্দেশ্যে নিজের বিকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে “হিপনোটিজম” ব্যবহারকারী হিসেবে শয়তানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> এদেন উদ্যানে শয়তান প্রথম আদমকে প্রলোভনে ফেলেছিল, আর আদম শত্রুর সঙ্গে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়ে তাকে সুবিধা দিয়েছিলেন। শয়তান আদম ও হাওয়ার ওপর তার সম্মোহনের শক্তি প্রয়োগ করেছিল, আর এই শক্তিই সে খ্রিস্টের ওপর প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত হওয়ার পর, শয়তান বুঝল যে তার বিজয় লাভের কোনো সুযোগ নেই।
>
> পুরুষ ও নারীদের উচিত নয় যাদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসা আছে, তাদের মনকে কীভাবে বন্দী করতে হয়—সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করা। এটি সেই বিদ্যা, যা শয়তান শিক্ষা দেয়। এ ধরনের সবকিছুকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। আমাদের মেসমেরিজম ও হিপনোটিজম—যে বিদ্যা সেই ব্যক্তির, যিনি তাঁর আদি মর্যাদা হারিয়ে স্বর্গীয় দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন—এসবের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখা উচিত নয়। মন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, ৭১৩।

শয়তান যে "বিজ্ঞান" শেখায়, তা গ্লোবালিস্ট বণিকেরা পরিপূর্ণ করেছে, এবং তা "অন্তিম দিনগুলোতে" "তথ্য মহাসড়ক"ের মাধ্যমে কার্যকর করা হচ্ছে। শয়তান হলো মিথ্যার পিতা; আর মিডিয়া জায়ান্টরা শুধু মিথ্যাই প্রচার করে না, তারা সত্যকেও ছেঁকে বাদ দেয়, যাদের তারা বিধর্মী মনে করে তাদের ট্র্যাক করে, এবং গ্রহ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো প্রয়োগিত সবচেয়ে পরিশীলিত সম্মোহনের রূপটি ব্যবহার করে। তৃতীয় স্বর্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা শয়তানের যুদ্ধকৌশলের এই বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরে, যাতে প্রথম স্বর্গের যুদ্ধ শুরু হলে তখন

জীবিত বিশ্বস্তরা পূর্বজ্ঞান দ্বারা আগেই সতর্ক হতে পারে। যখন আমরা বুঝতে পারি যে ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েব এবং "তথ্য মহাসড়ক"–এর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করি, যুক্তরাষ্ট্র স্বর্গ থেকে আগুন নামায় এবং সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করে—এর মানে কী। "প্রকাশিত বাক্য" গ্রন্থে "আগুন" একটি বার্তার প্রতীক।

প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়, তেরো পদের প্রতীকবাদটি নেওয়া হয়েছে কার্মেল পর্বতের সেই মুকাবিলা থেকে, যেখানে বালের ভাববাদীরা এবং বনের উপাসনার ভাববাদীরা স্বর্গ থেকে আগুন নামাতে পারেনি, যাতে প্রমাণ করা যায় যে বাল ও আশতারোথ সত্যিকারের দেবতা। বাল একজন পুরুষ দেবতা এবং আশতারোথ একজন নারী দেবতা—এই যুগলই পশুর মূর্তি, অর্থাৎ গির্জা ও রাষ্ট্রের অপবিত্র সংমিশ্রণকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁরা ছিলেন ইযেবেলের ভাববাদীরা, যিনি আহাবের সঙ্গে এক অপবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। কার্মেল পর্বতের কাহিনিতে পশুর মূর্তির এই দুই ভাববাদী সাক্ষী যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে চিহ্নিত করে—প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে পোপতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিমূর্তি গঠন করা, এবং পরে তা সারা বিশ্বেও গঠন করা। কার্মেলের ‘আগুন’ ছিল আসলে কে সত্য ঈশ্বর, তার প্রমাণ। এটি ছিল স্বর্গীয় এক প্রকাশ, যা সত্য ঈশ্বরকে চিহ্নিত করেছিল; এবং যখন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্গ থেকে আগুন নামায়, তখনও একই বিষয় বিদ্যমান থাকে।

ইশাইয়ার গ্রন্থে, যিনি আদি থেকে অন্ত ঘোষণা করেন সেই ঈশ্বর, প্রাচীন কার্মেল পর্বতের ঠিক সেই প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেন, এবং আরও সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রেক্ষাপট নিয়েও কথা বলেন, যা উপস্থাপিত হয় যখন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনে।

> তোমাদের মামলা পেশ করো, প্রভু বলেন; তোমাদের বলিষ্ঠ যুক্তিগুলি উপস্থাপন করো, যাকোবের রাজা বলেন। তারা সেগুলি উপস্থাপন করুক, এবং আমাদের দেখাক কী ঘটতে চলেছে; তারা আগেকার বিষয়গুলি, সেগুলো কী ছিল, তা দেখাক, যাতে আমরা সেগুলি বিবেচনা করি এবং তাদের পরিণাম জানি; অথবা আমাদের সামনে আসন্ন বিষয়গুলি ঘোষণা করুক। পরে যা আসবে তা দেখাও, যাতে আমরা জানতে পারি তোমরা দেবতা; হ্যাঁ, ভালো করো, বা মন্দ করো, যাতে আমরা বিমূঢ় হই এবং একসঙ্গে তা দেখি। দেখো, তোমরা কিছুই নও, আর তোমাদের কাজও কিছুই নয়; যে তোমাদের বেছে নেয়, সে ঘৃণ্য। আমি উত্তর দিক থেকে একজনকে উত্থিত করেছি, এবং সে আসবে; সূর্যোদয়ের দিক থেকে সে আমার নাম ডাকবে; এবং সে রাজপতিদেরকে গাঁথুনির মাটির মতো পদদলিত করবে, যেমন কুমার কাদা মাড়ায়। আদি থেকেই কে ঘোষণা করেছে, যাতে আমরা জানতে পারি? আর পূর্বেই কে বলেছে, যাতে আমরা বলতে পারি, সে ঠিক বলেছিল? হ্যাঁ, কেউ দেখায় না; হ্যাঁ, কেউ ঘোষণা করে না; হ্যাঁ, কেউ তোমাদের কথা শোনে না। প্রথমজন সিয়োনকে বলবে, দেখ, দেখ তাদের; আর আমি যিরূশালেমকে সুসংবাদ আনয়নকারী একজন দেব। ইশাইয় ৪১:২১-২৭।

শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইন প্রবর্তনের সঙ্গে শুরু হতে যাওয়া প্রথম স্বর্গের যুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্র এবং শয়তান নিজেও তাদের "বাদ" "পেশ" করার সুযোগ পাবে, এবং ইজেবেলের দেবতাই সত্যিকারের ঈশ্বর—এটা প্রমাণ করার প্রচেষ্টায় তারা স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনবে। বিশ্বকে সেই দেবতার উপাসনার দিনের চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। স্বর্গ থেকে নামানো যে আগুন "তথ্য মহাসড়ক" দিয়ে সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে, তা একটি "নিষ্ফল" কাজ; এবং ওই মাধ্যমে প্রেরিত বার্তাকে যে বেছে নেয়, সে একজন "ঘৃণ্য"।

সেই যুদ্ধে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং এরপর বিপুল জনসমাবেশে কে সত্য ঈশ্বর—এই বিতর্কে ঈশ্বরপক্ষের সাক্ষী হবে। যুদ্ধের উভয় পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তাগুলিকে প্রতীকীভাবে "আগুন" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কে সত্য ঈশ্বর তা নির্ধারণ করতে সব জাতিকে সমবেত করা হবে, এবং "সত্য" প্রতিষ্ঠার জন্য দুই শ্রেণির সাক্ষী থাকবে।

> সমস্ত জাতি একত্রিত হোক, এবং লোকেরা সমবেত হোক; তাদের মধ্যে কে এটি ঘোষণা করতে পারে এবং আমাদের পূর্বকার বিষয়গুলি দেখাতে পারে? তারা তাদের সাক্ষীদের নিয়ে আসুক, যাতে তারা ন্যায়সঙ্গত সাব্যস্ত হয়; অথবা তারা শুনুক এবং বলুক, 'এটি সত্য।' তোমরাই আমার সাক্ষী, সদাপ্রভু বলেন, এবং আমার দাস, যাকে আমি বেছে নিয়েছি; যাতে তোমরা জানতে ও আমার প্রতি বিশ্বাস করতে পার, এবং বুঝতে পার যে আমিই তিনি। আমার আগে কোনো ঈশ্বর গড়ে ওঠেনি, এবং আমার পরেও হবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; এবং আমার ছাড়া কোনো উদ্ধারকর্তা নেই। আমি ঘোষণা করেছি, আমি উদ্ধার করেছি, এবং আমি দেখিয়েছি, যখন তোমাদের মধ্যে কোনো পরদেশী দেবতা ছিল না; অতএব তোমরাই আমার সাক্ষী, সদাপ্রভু বলেন, যে আমি ঈশ্বর। ইসাইয়া ৪৩:৯-১২।

কার্মেল পর্বতের চূড়ান্ত প্রকাশে শয়তানের পক্ষে যেমন সাক্ষী আছে, তেমনি ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষীও আছে। এই প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো কে সত্য ঈশ্বর তা প্রমাণ করা, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের কী বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা?

> ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু, এবং তাঁর মুক্তিদাতা, সেনাবাহিনীর প্রভু, এ কথা বলেন: আমিই প্রথম, আমিই শেষ; আর আমার ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই। আমি প্রাচীন জাতিকে স্থাপন করার পর থেকে, আমার মতো কে আছে যে আহ্বান করে, ঘোষণা করে, এবং আমার জন্য তা শৃঙ্খলায় স্থাপন করে? আর যা আসছে এবং যা আসবে, তারা যেন তা তাদের দেখায়। ভয় করো না, আতঙ্কিত হয়ো না; আমি কি সেই সময় থেকেই তোমাদের জানাইনি এবং ঘোষণা করিনি? তোমরাই তো আমার সাক্ষী। আমার ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর আছে কি? না, কোনো ঈশ্বর নেই; আমি এমন কাউকে জানি না। যারা খোদিত মূর্তি তৈরি করে, তারা সকলেই অসার; আর তাদের প্রিয় বস্তুসমূহ তাদের কোনো লাভ দেবে না; এবং তারাই নিজেদের সাক্ষী; তারা দেখে না, জানেও না; যাতে তারা লজ্জিত হয়। যিশাইয়া ৪৪:৬-৯।

কার্মেল পর্বতের চূড়ান্ত মোকাবিলায় বিশ্বাসীরা এই সত্যের সাক্ষ্য দেবে যে ঈশ্বরই প্রথম এবং শেষ। তিনি সেই ঈশ্বর, যিনি 'প্রাচীন জাতিকে স্থির করেছিলেন', যাতে 'আসন্ন বিষয়গুলি' চিহ্নিত করা যায়। ঈশ্বরের সাক্ষীরা যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য উপস্থাপন করবে, যা কার্মেল পর্বতের চূড়ান্ত যুদ্ধের ঠিক আগে উন্মোচিত হয়।

শয়তানের কার্মেল পর্বতের বার্তাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা আগুন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

> আর সে বড় বড় আশ্চর্য কাজ করে, এমন যে সে মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামায়, প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩।

উক্ত পদটি 'তথ্য মহাসড়ক' দিয়ে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্মোহনবিদ্যার আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র যে অলৌকিক কাজ সাধন করে, তা বর্ণনা করছে। কিন্তু পদটি আরও বলছে, শয়তান নিজে যখন খ্রিস্টের ছদ্মবেশ ধারণ করে আবির্ভূত হবে, সেই আবির্ভাব সম্পর্কেও।

তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারে যোগদানকারী স্বর্গদূত তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবে। এখানে বিশ্বব্যাপী পরিসর ও অভূতপূর্ব শক্তির একটি কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ১৮৪০–৪৪ সালের অ্যাডভেন্ট আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক মহিমাময় প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি মিশনারি স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু দেশে এমন প্রবল ধর্মীয় আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, যা ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কারের পর থেকে কোনো দেশে দেখা যায়নি; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবার্তার আওতায় যে মহাশক্তিশালী আন্দোলন হবে, তা এগুলোকেও অতিক্রম করবে।

এই কাজটি পেন্টেকস্টের দিনের ঘটনার অনুরূপ হবে। যেমন সুসমাচারের সূচনায় পবিত্র আত্মার বর্ষণে 'আগের বৃষ্টি' দেওয়া হয়েছিল মূল্যবান বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানোর জন্য, তেমনি সুসমাচারের পরিসমাপ্তিতে 'পরের বৃষ্টি' দেওয়া হবে ফসলকে পেকে তুলতে। 'তখন আমরা জানব, যদি আমরা প্রভুকে জানতে জানতে এগিয়ে চলি; তাঁর আগমন প্রভাতের মতোই নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত; এবং তিনি আমাদের কাছে আসবেন বৃষ্টির মতো, যেমন পৃথিবীর ওপর পরের ও আগের বৃষ্টি আসে।' হোশেয় ৬:৩। 'তাই আনন্দ কর, সিয়োনের সন্তানরা, এবং তোমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরে উল্লসিত হও; কারণ তিনি তোমাদের জন্য আগের বৃষ্টি যথাযথভাবে দিয়েছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টি নামাবেন—আগের বৃষ্টি ও পরের বৃষ্টি।' যোয়েল ২:২৩। 'শেষ দিনগুলোতে, ঈশ্বর বলেন, আমি আমার আত্মা সকল মানুষের ওপর ঢেলে দেব।' 'এবং এটা ঘটবে যে, যে কেউ প্রভুর নাম ডাকবে, সে উদ্ধার পাবে।' প্রেরিতদের কাজ ২:১৭, ২১।

সুসমাচারের মহৎ কাজ তার সূচনাকে যে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ চিহ্নিত করেছিল, তার চেয়ে কম প্রকাশের মধ্যে শেষ হবে না। সুসমাচারের সূচনায় 'প্রথম বৃষ্টি'র বর্ষণে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হয়েছিল, তার সমাপ্তিতে 'শেষের বৃষ্টি'র বর্ষণে সেগুলি আবার পূর্ণ হবে। এখানেই সেই 'পুনরুজ্জীবনের সময়সমূহ', যার জন্য প্রেরিত পিতর প্রত্যাশা করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন: "অতএব, তোমরা পশ্চাত্তাপ করো এবং পরিবর্তিত হও, যাতে তোমাদের পাপ মোচিত হয়; যখন প্রভুর উপস্থিতি থেকে পুনরুজ্জীবনের সময়সমূহ আসবে; এবং তিনি যীশুকে পাঠাবেন।" প্রেরিতদের কার্য ৩:১৯, ২০।

"ঈশ্বরের দাসেরা, তাদের মুখমণ্ডল পবিত্র সমর্পণের দীপ্তিতে আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়ে, স্বর্গীয় বার্তা ঘোষণা করতে স্থান থেকে স্থানে ধাবিত হবে। হাজারো কণ্ঠে, সারা পৃথিবী জুড়ে, সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। অলৌকিক কাজ সংঘটিত হবে, রোগীরা আরোগ্য লাভ করবে, এবং চিহ্ন ও আশ্চর্যকর্ম বিশ্বাসীদের অনুসরণ করবে। শয়তানও কাজ করে, প্রতারণামূলক আশ্চর্যকর্ম দ্বারা, এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩। এইভাবে পৃথিবীর অধিবাসীরা নিজেদের পক্ষ গ্রহণ করতে প্রণোদিত হবে।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৬১১, ৬১২।

যখন আমরা সেই সময়ে পৌঁছব যখন শয়তান স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনবে, "পৃথিবীর অধিবাসীদের তাদের অবস্থান নিতে বাধ্য করা হবে।" সেই সময়ে, ঈশ্বরের সাক্ষী "স্বর্গীয় বার্তা ঘোষণা করতে স্থান থেকে স্থানে ত্বরায় ছুটে যাবে। সহস্র সহস্র কণ্ঠে, সারা পৃথিবী জুড়ে সতর্কবাণী দেওয়া হবে।" ঈশ্বরের সাক্ষীরা যে কাজ সম্পন্ন করবে, তা "পেন্টেকস্টের দিনের মতোই" হবে, যখন "তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ঘোষণায় যিনি যুক্ত হন, সেই স্বর্গদূত তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবেন।" পেন্টেকস্টে, আগুন ছিল পবিত্র আত্মার বর্ষণের প্রতীক, এবং আগুনই শয়তানের অপবিত্র আত্মার বর্ষণেরও প্রতীক।

প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে যোহন যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং এক বৃহৎ জনসমষ্টিকে উপস্থাপন করেন, তখন তিনি সপ্তম ও চূড়ান্ত সিলমোহর খোলা হওয়াকে চিহ্নিত করেন। চূড়ান্ত, অর্থাৎ সপ্তম সিলমোহর, যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশের সিলমোহর খোলা হওয়াকে নির্দেশ করে; এবং এটি প্রকাশিত বাক্যের সেই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীকেও নির্দেশ করে, যা দয়াকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে খোলা হওয়ার কথা ছিল। সপ্তম সিলমোহর, সাত বজ্রধ্বনি এবং যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ—এই তিনটিই একই সত্যের প্রতীক, যা দয়াকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়। যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ খ্রিষ্টের চরিত্র ও সৃজনশীল শক্তিকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে গুরুত্ব দেয়। সাত বজ্রধ্বনি সেই ইতিহাসকে নির্দেশ করে যেখানে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহর করা হয়, আর সপ্তম সিলমোহর চিহ্নিত করে পবিত্র আত্মার ঢালাপাতকে সেই ইতিহাসে, যখন দুই সাক্ষী পুনরুত্থিত হয় এবং ঈশ্বরের ‘সত্য’-এর সৃজনশীল শক্তি গ্রহণ করে—যে শক্তি পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে, সেখান থেকে গাব্রিয়েলের কাছে, সেখান থেকে ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে, এবং শেষে পৌঁছায় তাদের কাছে যারা সেখানে নিহিত শক্তিকে পড়তে, শুনতে ও পালন করতে বেছে নেয়।

> আর যখন তিনি সপ্তম মোহরটি খুললেন, তখন প্রায় অর্ধঘণ্টা সময় স্বর্গে নীরবতা ছিল। আর আমি সাতজন স্বর্গদূতকে দেখলাম, যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছিল; এবং তাদেরকে সাতটি তূরী দেওয়া হল। আর আরেকজন স্বর্গদূত সোনার ধূপদান নিয়ে বেদির কাছে এসে দাঁড়াল; এবং তাকে অনেক ধূপ দেওয়া হল, যাতে তিনি সিংহাসনের সামনে যে সোনার বেদি আছে, তার উপর সমস্ত সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে তা নিবেদন করেন। আর সেই ধূপের ধোঁয়া, যা সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে মিলিত ছিল, স্বর্গদূতের হাত থেকে ঈশ্বরের সামনে উঠে গেল। তারপর স্বর্গদূত ধূপদানটি নিলেন, বেদির আগুন দিয়ে তা পূর্ণ করলেন, এবং তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন; আর তখন বিভিন্ন ধ্বনি, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমক, এবং এক ভূমিকম্প ঘটল। প্রকাশিত বাক্য ৮:১-৫।

পদসমূহে, "সাতজন স্বর্গদূত" "ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছিল" "সাতটি তূরী" নিয়ে। ঐ সাতজন তূরীধারী স্বর্গদূতকে প্রচলিতভাবে সঠিকভাবে বোঝা হয়েছে যে তারা রবিবারের উপাসনা আরোপের জন্য রোমের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে। কনস্ট্যান্টাইনের অধীনে পৌত্তলিক রোম ৩২১ সালে প্রথম রবিবার আইন পাশ করে, এবং ৩৩০ সালের মধ্যে তার সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়। সেই সময় থেকে প্রথম চারটি তূরী বাজতে শুরু করে, এবং সেগুলো তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল এমন ঐতিহাসিক শক্তিগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল; যা ৪৭৬ সালের মধ্যে রোম নগরীকে এমন অবস্থায় ফেলে যে এরপর আর কোনো রোমান ওই নগরীর ওপর শাসন করেনি—যে নগরী ছিল রোমের শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ৫৩৮ সালে অরলিয়ঁ কাউন্সিলে পোপতন্ত্র যখন রবিবার আইন পাশ করল, তখন রোমান গির্জার বিরুদ্ধে বিচার আনয়নের জন্য মুহাম্মদকে উত্থাপিত করা হয়েছিল; যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূরী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং যা প্রথম ও দ্বিতীয় "হায়"ও ছিল, এবং ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ঐ তূরীগুলোর প্রচলিত ব্যাখ্যা যতই সঠিক হোক না কেন, প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ে যেখানে সেগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, সেই অংশে সেগুলোকে "বিপদসমূহ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

> আর এই বিপদসমূহের দ্বারা যারা নিহত হয়নি, সেই অবশিষ্ট লোকেরা তবুও নিজেদের হাতের কাজকর্ম থেকে ফিরে এল না—অর্থাৎ তারা অপদেবতাদের এবং সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের মূর্তিগুলোর উপাসনা করা ছাড়ল না—যেগুলো না দেখতে পারে, না শুনতে পারে, না চলতে পারে। তারা নিজেদের হত্যাকাণ্ড, যাদুবিদ্যা, ব্যভিচার ও চুরির

জন্যও অনুতাপ করেনি। প্রকাশিত বাক্য ৯:২০, ২১।

সাতটি তূরীর নিখুঁত ও চূড়ান্ত পরিপূর্তি হলো প্রকাশিত বাক্যের ষোড়শ অধ্যায়ের সাতটি শেষ মহামারী। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের সাতটি তূরীর ভাববাদী বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সাধারণ পর্যালোচনাই দেখায় যে সেগুলোর মধ্যে সাতটি শেষ মহামারীর সঙ্গে সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সপ্তম মোহর খোলা ঘটে ইতিহাসে সেই সময়ে, যখন অনুগ্রহের সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ, যা সাতটি শেষ মহামারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, ঢেলে দেওয়া হতে চলেছে।

যখন খ্রীষ্ট, যিহূদা গোত্রের সিংহরূপে, "সপ্তম মোহর খুললেন" তখন এক স্বর্গদূত এসে বেদীর কাছে দাঁড়াল, তার হাতে ছিল সোনার ধূপদান; এবং তাকে অনেক ধূপ দেওয়া হল, যাতে তিনি সিংহাসনের সামনে থাকা সোনার বেদীর উপর সমস্ত সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে তা নিবেদন করেন। আর ধূপের ধোঁয়া, যা সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে ছিল, স্বর্গদূতের হাত থেকে ঈশ্বরের সামনে উঠে গেল।" পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার অবতরণটির আগে যিরূশালেমে সমবেত বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থনা করছিলেন।

> আমাদের মধ্যে সত্য ধার্মিকতার পুনর্জাগরণ আমাদের সকল প্রয়োজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জরুরি। এটি সন্ধান করাই আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত। প্রভুর আশীর্বাদ লাভের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক; কারণ এই নয় যে ঈশ্বর আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণে অনিচ্ছুক, বরং এ জন্য যে আমরা তা গ্রহণের জন্য অপ্রস্তুত। যারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাদেরকে তাঁর পবিত্র আত্মা দিতে আমাদের স্বর্গীয় পিতা পার্থিব পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের ভালো দান দিতে যতটা ইচ্ছুক, তার চেয়েও বেশি ইচ্ছুক। কিন্তু পাপস্বীকার, আত্মনম্রতা, অনুতাপ ও আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে, যে শর্তসমূহে ঈশ্বর আমাদের তাঁর আশীর্বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলো পূরণ করা আমাদেরই কাজ। পুনর্জাগরণ প্রত্যাশিত হতে পারে শুধুমাত্র প্রার্থনার উত্তরে। Selected Messages, বই ১, ১২১.

সপ্তম সীল খোলা দ্বারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর দেওয়া চিহ্নিত হয়। এই সিলমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রার্থনার মাধ্যমে সূচিত হয়; তবে শুধু প্রার্থনা করার কর্ম দ্বারা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনার দ্বারা। সেই নির্দিষ্ট প্রার্থনাটি দানিয়েলের বইয়ে চিহ্নিত হয়েছে, যা অবশ্যই, প্রকাশিত বাক্যের বইও বটে।

প্রকাশিত বাক্যে যোহন এবং তাঁর গ্রন্থে দানিয়েল, "শেষ দিনগুলোতে" এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। "শেষ দিনগুলোতে" যারা প্রথম স্বর্গের যুদ্ধে ঈশ্বরের সাক্ষী হবে, তারা সাক্ষ্য দেবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে, যে ভবিষ্যদ্বাণীটি কৃপাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়। আমরা এখন যে পদগুলি বিবেচনা করছি, সেখানে এটিকে "সপ্তম মোহর" হিসেবে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। "সোনার ধূপদান"সহ যে স্বর্গদূতের কাছে প্রার্থনাগুলি আসে, তা দানিয়েলের গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে তাঁর প্রার্থনার দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। সেই প্রার্থনাটি একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনা, যা "সাতবার"-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে মোশি রূপরেখা দিয়েছিলেন। প্রার্থনাটি দ্বিবিধ, এবং দানিয়েল তাঁর এই দ্বিবিধ প্রার্থনার প্রেক্ষাপট স্থাপন করেন মোশির "অভিশাপ" ও "শপথ"-এর ভাষায়। দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্যের গ্রন্থ একই গ্রন্থ, এবং দানিয়েলের গ্রন্থে যে একই ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাগুলি আছে, সেগুলিই প্রকাশিত বাক্যের গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের শক্তিশালী স্বর্গদূতের কার্যকলাপে পবিত্র অগ্নির বর্ষণ ঘটায় যে প্রার্থনা, সেটাই দানিয়েলের 'সাতবার'-এর প্রার্থনা। এটাই সেই প্রার্থনা, যা দানিয়েলের কাছে ভাববাণীগুলি ব্যাখ্যা করতে স্বর্গ থেকে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে নামিয়ে এনেছিল। তার প্রার্থনার শেষে, যা দানিয়েল নবম অধ্যায়ের প্রথম কুড়িটি পদ জুড়ে বিস্তৃত, গাব্রিয়েল সান্ধ্য নৈবেদ্যের সময়ের দিকে নেমে এসেছিলেন। সোনার ধূপদানি হাতে থাকা স্বর্গদূত যে প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করেন, সেগুলি এমন প্রার্থনা যা সূর্যাস্তের সময়, 'শেষ কালের' সন্ধ্যায়, ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

> আর যখন আমি কথা বলছিলাম, প্রার্থনা করছিলাম, এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য প্রভু আমার ঈশ্বরের সামনে আমার মিনতি পেশ করছিলাম; হ্যাঁ, যখন আমি প্রার্থনায় কথা বলছিলাম, তখনই সেই ব্যক্তি গাব্রিয়েল, যাকে আমি পূর্বের দর্শনে দেখেছিলাম, দ্রুত উড়তে প্রেরিত হয়ে, সান্ধ্য নিবেদনের সময়ের কাছাকাছি এসে আমাকে স্পর্শ করল। দানিয়েল ৯:২০, ২১।

দানিয়েলের প্রার্থনা ছিল শুধু তার নিজের পাপের নয়, ঈশ্বরের লোকদের পাপেরও স্বীকারোক্তি। তার প্রার্থনাই লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের 'সাত গুণ'-সংক্রান্ত পশ্চাত্তাপের প্রার্থনার রূপরেখা।

> আর তোমাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা তোমাদের শত্রুদের দেশসমূহে নিজেদের অধর্মে ক্ষীয়মান হবে; এবং তাদের পিতৃপুরুষদের অধর্মের জন্যও তারা তাদের সঙ্গেই ক্ষীয়মান হবে। যদি তারা তাদের অধর্ম এবং তাদের পিতৃপুরুষদের অধর্ম স্বীকার করে—সেই অপরাধও, যা তারা আমার বিরুদ্ধে করেছে, এবং এই যে তারা আমার বিপরীতে চলেছে; এবং যে আমিও তাদের বিপরীতে চলেছি এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের দেশে এনেছি; তখন যদি তাদের অখত হৃদয় নম্র হয়, এবং তারা তাদের অধর্মের শাস্তি স্বীকার করে: তখন আমি যাকোবের সঙ্গে আমার চুক্তি স্মরণ করব, ইসহাকের সঙ্গে আমার চুক্তিও, এবং আব্রাহামের সঙ্গে আমার চুক্তিও স্মরণ করব; আর আমি ভূমিকেও স্মরণ করব। লেবীয় পুস্তক ২৬:৩৯–৪২।

মোশি যখন "সাত গুণ"-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাস্তিটি উপস্থাপন করেন, যাকে তিনি ঈশ্বরের "চুক্তি"র "বিবাদ" বলেন, তখন তিনি জানান, ঈশ্বরের লোকেরা কী করবে—যদি এবং যখন তারা উপলব্ধি করে যে তারা শত্রুর দেশে দাস, যেমন দানিয়েল ছিলেন। তাদের দরকার ছিল—যেমন দানিয়েল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন—নিজেদের পাপ স্বীকার করা এবং তাদের পিতৃপুরুষদের পাপও স্বীকার করা।

যখন এই নির্দিষ্ট প্রার্থনাটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হওয়ার জন্য আহ্বানপ্রাপ্তরা করেন, তখন সোনার ধূপাধারসহ স্বর্গদূত "ধূপাধারটি নিবে, এবং" তা "বেদির আগুন দিয়ে পূর্ণ করবে, এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ করবে: এবং সেখানে কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুতের ঝলকানি, এবং একটি ভূমিকম্প হলো।" "সত্য" বার্তার প্রতিনিধিত্বকারী সেই পবিত্র আগুন, যা যুক্তরাষ্ট্র ও শয়তান স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনে এমন "আগুন" নামের নকল বার্তার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, তা ঘটে "ভূমিকম্প"—অর্থাৎ রবিবারের আইন—এর সময়ে।

জাখারিয়ার গ্রন্থে জানানো হয়েছে যে, দানিয়েল যে দাসত্বের অংশ ছিলেন সেখান থেকে ফিরে আসার পর মন্দির ও জেরুজালেমে পুনর্নির্মাণের ইতিহাসে জেরুব্বাবেল মন্দিরের ভিত্তি ও চূড়াপাথর—দুটিই স্থাপন করেছিলেন।

> তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, জেরুব্বাবেলের উদ্দেশে সদাপ্রভুর এই বাক্য: শক্তি দ্বারা নয়, ক্ষমতা দ্বারা নয়, বরং আমার আত্মা দ্বারা—সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু বলেন। হে মহাপর্বত, তুমি কি? জেরুব্বাবেলের সামনে তুমি সমভূমি হয়ে যাবে; আর তিনি উল্লাসধ্বনির মধ্যে তার শীর্ষপাথরটি বের করে আনবেন, চিৎকার করে বলা হবে, ‘তার উপর কৃপা, কৃপা।’ আরও সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে এলো, তিনি বললেন, এই গৃহের ভিত্তি জেরুব্বাবেলের হাত স্থাপন করেছে; তার হাতই এটিকে সমাপ্তও করবে; তখন তোমরা জানবে যে সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কেননা কে ক্ষুদ্র বিষয়ের দিনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে? তারা আনন্দ করবে এবং ঐ সাতটির সঙ্গে জেরুব্বাবেলের হাতে পরিমাপের সুতো দেখবে; ঐ সাতটি সদাপ্রভুর চোখ, যা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করে। জাখারিয়া ৪:৬-১০।

জেরুব্বাবেলের অর্থ হলো "বাবিলনের বংশধর", এবং তিনি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতীক; যা "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর বার্তার সঙ্গে যুক্ত হলে, অ্যাডভেন্টবাদের প্রারম্ভিক আন্দোলনে "ভিত্তি" স্থাপন করেছিল। জেরুব্বাবেল আরও প্রতিনিধিত্ব করে যে, Future for America আন্দোলনের মধ্যে অ্যাডভেন্টবাদের সমাপনী আন্দোলনে, যখন "শীর্ষপ্রস্তর" স্থাপন করা হয়, তখন দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

‘তথ্যের মহাসড়ক’ বলে পরিচিত রাস্তায়, মৃত হাড়ের উপত্যকায়, যে দুই সাক্ষীকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের নিয়ে বিশ্ব উল্লাস করেছিল। যখন সেই দুই সাক্ষীকে পুনর্জীবিত করা হলো, তখন বিশ্ব ভীত হলো, আর স্বর্গ আনন্দ করল। সকল ভাববাদীর মতো জাখারিয়া সেই ‘শেষ দিনগুলো’ নির্দেশ করেছেন, যখন ঈশ্বরের লোকেরা আনন্দ করে। জাখারিয়া আমাদের জানান যে তারা দুই সাক্ষীর পুনরুত্থানে আনন্দ করে, যখন তারা ‘সেই সাত’ দেখে। ‘সেই সাত’ হিব্রু ভাষার সেই একই শব্দ, যা লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ে ‘সাতবার’ হিসেবে অনূদিত হয়েছে। প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন মূসার ‘সাতবার’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল, এবং ১৮৬৩ সালে তা প্রত্যাখ্যাত হলেও, ওই ‘সত্য’ তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের শীর্ষপ্রস্তরও হওয়ার কথা।

যখন এটি স্বীকৃত হয়ে পূর্ণতা পায় এবং উপযুক্ত দ্বিবিধ প্রার্থনার সঙ্গে তাকে আমল করা হয়, তখন পেন্টেকস্টে যেমন হয়েছিল, তেমনি সত্যিকারের আগুন পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে সপ্তম সীলের উন্মোচন নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখব।